

আপনার অসাধারণ প্রশ্ন: কেন তিনি আদম এবং হাওয়াকে আদি গুনাহ করতে বাধা দেননি?

এর চেয়ে অগাধ প্রেম আর কেউ নেই!

উত্তর: আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠতার কারণে তিনি আদম ও হাওয়াকে গুনাহ করতে বাধা দেবেন না! আল্লাহ নিখুঁত জ্ঞানে চেয়েছিলেন যে একটি পরিবার থাকবে যারা স্বেচ্ছায় তাকে ভালবাসবেন। আল্লাহ যিনি তাদের নিখুঁতভাবে ভালোবাসতেন, তাদেরকে নিজেদের কারণে গুনাহ এবং তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দিয়েছিলেন।

আদম + হাওয়ার বিদ্রোহের ট্র্যাজেডিতে, আল্লাহ তাদের জন্য মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির প্রতি তাঁর নিখুঁত মহব্বত প্রকাশ করেন। তিনি তাদের নিজের সাথে পুনর্মিলন করেছিলেন এবং তাদেরকে পুত্র হজরত ঈসা মসীহের নিখুঁত ধার্মিকতার প্রদান করেছিলেন।

যখন একজন ব্যক্তি মারা যায় এবং জান্নাতে আল্লাহর সাথে আখেরী জীবনে থাকে, তখন সেই ব্যক্তি তখন কখনও, আর কখনও আল্লাহর বিরুদ্ধে গুনাহ করবে না এবং মৃত্যু ও বিচ্ছেদের মুখোমুখি হবে না। হজরত ঈসা এই কারণে মারা গিয়েছিলেন!

- ইউহোন্না ১৫:১৩ কেউ যদি তার বন্ধুদের জন্য নিজের প্রাণ দেয় তবে তার চেয়ে বেশী মহব্বত আর কারও নেই।

এই মহান, প্রায় অকল্পনীয় সত্যে একটি অবিশ্বাস্য সমান্তরাল আছে। হজরত ঈসা পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাঁর সমস্ত ঐশ্বরিক গুণাবলী ধরে রেখেছিলেন যা তাঁর নিখুঁত মানবতার সাথে একত্রিত হয়েছিল। তিনি সহজেই আমাদের গুণাগুণদের জন্য মরতে অস্বীকার করতে পারতেন।

যখন সৈন্য এবং ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ হজরত ঈসাকে সলিববিদ্ধ করার অভিপ্রায়ে তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছিল, তখন আমরা বিস্ময়ের সাথে নিম্নলিখিতটি পড়ি:

- মথি ২৬:৫২-৫৪ তখন ঈসা তাঁকে বললেন, “তোমার ছোরা খাপে রাখ। ছোরা যারা ধরে তারা ছোরার আঘাতেই মরে। তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতাকে ডাকলে তিনি এখনই আমাকে হাজার হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে দেবেন না? কিন্তু তাহলে পাক-কিতাবের কথা কিভাবে পূর্ণ হবে? কিতাবে তো লেখা আছে এই সব এভাবেই ঘটবে।”
- মার্ক ১৫:২৯-৩১ যারা সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারা মাথা নেড়ে ঈসাকে ঠাট্টা করে বলল, “ওহে, তুমি না বায়তুল-মোকাদ্দস ভেঙে আবার তিন দিনের মধ্যে তা তৈরী করতে পার! এখন সলিব থেকে নেমে এসে নিজেকে রক্ষা কর!” প্রধান ইমামেরা ও আলোমেরাও ঈসাকে ঠাট্টা করবার উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “ও অন্যদের রক্ষা করত, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না।

আমরা কি দূর থেকে এই মহান সত্যটি বুঝতে পারি? হজরত ঈসা মসীহ, আল্লাহ পুত্রের ক্ষমতা ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে, সলিববিদ্ধ এবং মৃত্যু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারতেন। যে কোন সময় তিনি সলিব থেকে নেমে আসতে পারতেন। কিন্তু, হজরত ঈসা স্বেচ্ছায় সলিবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন আমাদের গুনাহের জন্য কাফকারা দিতে। যাতে আপনাকে এবং আমাকে স্বেচ্ছায় আল্লাহ পিতা, পুত্র এবং পাক রূহকে মহব্বতের ক্ষমতা দেওয়া হয়।

সর্বশ্রেষ্ঠানী আল্লাহ, তিনি আদম এবং হাওয়াকে সৃষ্টি করার আগে এই অভূতপূর্ব কষ্ট এবং কাফকারা দেখেছিলেন। তবুও আল্লাহ আমাদেরকে এতটাই ভালবাসতেন যে তিনি এটি করতে ইচ্ছুক ছিলেন যাতে আমরা তাকে ভালবাসতে বেছে নেওয়ার ক্ষমতা পেতে পারি।

কীভাবে আমরা এমন নিখুঁতভাবে প্রেমময় আল্লাহকে না ভালবেসে পারি?!

আল্লাহ এখনও সমস্ত নর-নারীকে জিজ্ঞাসা করছেন, যেমন তিনি আদম ও হাওয়াকে প্রশ্ন করেছিলেন, “তুমি কি আমাকে মহব্বত করবে?”

১। মহব্বত। “আমি তোমাকে মহব্বত করি! তুমি কি আমাকে মহব্বত করবে?”

- ইউহোল্লা ৩:১৬-১৭ “আল্লাহ্ মানুষকে এত মহব্বত করলেন যে, তাঁর একমাত্র পুত্রকে তিনি দান করলেন, যেন যে কেউ সেই পুত্রের উপর ঈমান আনে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। আল্লাহ্ মানুষকে দোষী প্রমাণ করবার জন্য তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠান নি, বরং মানুষ যেন পুত্রের দ্বারা নাজাত পায় সেইজন্য তিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন।

আপনি যদি হজরত ঈসা মসীহে ঈমান আনেন এবং ঈমান আনেন তবে তিনি আপনাকে পৃথিবীতে আনন্দ দেবেন। কিন্তু, এমনকি একজন মসীহ-প্রেমিক হিসাবে, পৃথিবীতে থাকাকালীন আপনার আনন্দ এখনও অসম্পূর্ণ এবং অপূর্ণ থাকবে, কারণ নিবাসিত পাক রুহ উপহার দেওয়া হলেও আপনি পতিত মানবতার সাথে মিশে গেছেন।

ঈমানের মাধ্যমে, পাক রুহ নিখুঁত সময়ে শেষ করবেন, তাঁর পুনর্সৃষ্টির কাজ। পাক রুহ আপনাকে একটি সম্পূর্ণ নতুন প্রাণীতে পরিণত করবে এবং আপনাকে আজ আনন্দ দেবে (যদিও দুঃখের সাথে মিশ্রিত)। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি আপনার মৃত্যুর পর কোনো দুঃখ ছাড়াই আপনাকে অনন্ত আনন্দ দেবেন!

- ২ করিন্থীয় ৫:১৭-২১ যদি কেউ মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে থাকে তবে সে **নতুনভাবে সৃষ্ট হল**। তার পুরানো সব কিছু মুছে গিয়ে সব নতুন হয়ে উঠেছে। এই সব আল্লাহ্ থেকেই হয়। তিনি মসীহের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজের সংগে আমাদের মিলিত করেছেন, আর তাঁর সংগে অন্যদের মিলন করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমাদের উপর দিয়েছেন। এর অর্থ হল, **আল্লাহ্ মানুষের গুনাহ না ধরে মসীহের মধ্য দিয়ে নিজের সংগে মানুষকে মিলিত করছিলেন**, আর সেই মিলনের খবর জানাবার ভার তিনি আমাদের উপর দিয়েছেন। সেইজন্যই আমরা মসীহের দূত হিসাবে তাঁর হয়ে কথা বলছি। আসলে আল্লাহ্ যেন নিজেই আমাদের মধ্য দিয়ে লোকদের কাছে অনুরোধ করছেন। তাই **মসীহের হয়ে আমরা এই মিনতি করছি, “তোমরা আল্লাহ্‌র সংগে মিলিত হও।”** ঈসা মসীহের মধ্যে কোন গুনাহ ছিল না; কিন্তু আল্লাহ্ আমাদের গুনাহ তাঁর উপর তুলে দিয়ে তাঁকেই গুনাহের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন **মসীহের সংগে যুক্ত থাকবার দরুন আল্লাহ্‌র পবিত্রতা আমাদের পবিত্রতা হয়।**

২। বিশ্বাস।

“আপনি কি হজরত ঈসা মসীহকে আল্লাহ্‌র নিখুঁত পুত্র এবং আপনার নাজাত দাতা হিসাবে ঈমান আনবেন? আপনি কি ঈমান আনবেন যে হজরত ঈসার মৃত্যু এবং রক্তপাত আপনার সমস্ত গুনাহের জন্য প্রয়োজনীয় “মৃত্যুদণ্ড” প্রদান করেছে?”

- ইফিষীয় ১:৭ আল্লাহ্‌র অশেষ রহমত অনুসারে মসীহের সংগে যুক্ত হয়ে তাঁর রক্তের দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি, অর্থাৎ গুনাহের মাফ পেয়েছি।

আপনি যদি হজরত ঈসাতে ঈমান আনেন এবং নির্ভর করেন তবে আপনি রক্ষা পাবেন। এটা পরিষ্কারভাবে পবিত্র আল্লাহ্‌র দ্বারা ঘোষণা করা হয়েছে যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং মিথ্যা বলতে পারেন না!

- তীত ১:২ অনন্ত জীবন পাবার আশা নিয়ে আমি মসীহের সেবা করে যাচ্ছি। দুনিয়া সৃষ্ট হবার আগেই আল্লাহ্, যিনি **মিথ্যা বলেন না**, তিনি এই জীবন দেবার ওয়াদা করেছিলেন।

আপনি কি ঈমান আনেন যে হজরত ঈসা মসীহ, আল্লাহ্‌র পুত্র?

যখন আপনি ঈমান আনেন যে আপনি আল্লাহ্‌র সাথে শান্তি জানার এবং অন্যদেরকে এই **সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প** বলার অবিশ্বাস্য সুযোগ পাবেন যাতে তারাও আল্লাহ্‌র সাথে শান্তি পেতে পারে!

এর সবকিছু হজরত ঈসা সম্পর্কে! আপনার বন্ধুরা - WIFM ক্যাম্পাস।

আপনাদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের সমস্ত মহব্বত,

মসীহতে-

জন + ফিলিস